ফেসবুকে স্ট্যাটাস লিখে গলায় ফাঁস দিলেন শাবি শিক্ষার্থী

ফেসবুকে স্ট্যাটাস লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) এক শিক্ষার্থী। তার নাম আছিয়া আক্তার।

বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে বগুড়ার সদর থানার মঠুরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। প্রেমজনিত কারণে এ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে বলে ধারণা করছেন তার পরিবারের সদস্যরা।

নিহত আছিয়া আক্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি বগুড়ার সদর থানার মঠুরা গ্রামের মো. জালাল উদ্দীনের মেয়ে।

তবে তার আগে মৃত্যু নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেন আছিয়া।

তিনি ফেসবুকে স্ট্যাটাসে লেখেন– ‘আমার ব্যবহারে কেউ কোনো দিন কষ্ট পেলে দয়া করে আমায় মাফ করবেন। কারণ মৃত্যু কার কখন দুয়ারে আসে আমরা কেউ বলতে পারি না; আল্লাহপাক সবাইকে ভালো রাখবেন।’

আছিয়ার ভাই আল আমীন বলেন, আমি প্রায় রাত সাড়ে ১২টা পর্যন্ত বারান্দায় বসে পড়াশোনা করে রাত ১টার দিকে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। পরে মা ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখেন আছিয়া গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। পরে আমরা তাকে নামিয়ে থানায় এসেছি।

বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. আশ্রাফুল করিম বলেন, এই মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নেয়ার মতো নয়। আমরা তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।

বগুড়ার সদর থানার ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, ঘটনা আমরা জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশকে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত তিন মাসে এ নিয়ে বাংলা বিভাগের দুই শিক্ষার্থী আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এর আগে গত ৬ আগস্ট দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী তোরাবি বিনতে হক মায়ের সঙ্গে অভিমান করে গলায় ফাঁস দিয়ে তার নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেছেন।

গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

“আমরা সবাই সোচ্চার,বিশ্ব হবে সমতার” এ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস ২০২০ উদযাপনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়। গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এসময় গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের প্রশিক্ষক আরিফা খাতুন,আইজিএ প্রকল্পের বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষক নার্গিস সুলতানা,ব্লগবাটিক প্রশিক্ষক তালিমুন নেছা উপস্থিত ছিলেন।

রিফাত হত্যা: স্ত্রী মিন্নিসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

বরগুনার বহুল আলোচিত শাহনেওয়াজ রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় মিন্নিসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড ও চারজনকে খালাস দেয়া হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. আছাদুজ্জামান এ রায় দেয়।

এর আগে কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আদালতে হাজির করা হয় এ মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ৯ আসামিকে।

উল্লেখ্য, রিফাত হত্যা মামলায় ২৪ জনকে আসামি করে দুটি ভাগে গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর চার্জশিট দেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। এর মধ্যে ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ১৪ জন শিশু আসামি।

২০১৯ সালের ২৬ জুন বরগুনা সরকারি কলেজের সামনের সড়কে রিফাত শরীফকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে জখম করে নয়ন বন্ডের গড়া কিশোর গ্যাং বন্ড গ্রুপ। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে দেশব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ২ জুলাই মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত হন।

মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শেষ

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শেষ হয়েছে। শেষ পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন ৫০ জন আনসার সদস্য।

বুধবার দুপুরের মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে
মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি উপস্থিত থেকে বিদায় আনসার সদস্যদের কে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানান।

উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে পুলিশের সাথে আনসার ব্যাটালিয়ন এর সদস্য কর্মরত ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক আনসার সদস্যকে নিজ ব্যাটালিয়ানে ফেরত পাঠানো হয়েছে ।

এ সময় উপস্থিতছিলেন, অতিরিক্তি পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম (প্রসাশন), অতিরিক্তি পুলিশ সুপার হাসিবুল আলম (সদর)।

গাংনী পৌরসভায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যায়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার সকালে এ কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর-২ আসনের সংস্দ সাহিদুজ্জামান খোকন ।

গাংনী পৌরমেয়র আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথী ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগ সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা।

পৌরবাসির সুপেয় পানির জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যায়ে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাড়ে ১৩ কোটি টাকার টেন্ডার করে ও কাজের উদ্বোধন করা হয়।

পৌর সভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প বিএমডাব্লিউএসএসপি প্রকল্পে জিওবি,বিশ্ব ব্যাংক,এআইআইবি অর্থায়নে উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করবে।
কাজের চুক্তি করেন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এ,বি,এম ওয়াটার কোম্পানি লিমিটেড।

এসময় পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রীক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ধর্ষণের প্রতিবাধে মানববন্ধন

মেহেরপুরের সামাজিক সংগঠন অংকুরের উদ্যোগে “ধর্ষণের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাস্তায় নেমে মানববন্ধন করে কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা।

বুধবার সকালে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে বাঁধনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির উপদেষ্টা আব্দুল আল আমিন।

এসময় তিনি বলেন, প্রতিনিয়তই আমরা সোশ্যাল মিডিয়া গুলোতো দেখছি যেখানে সেখানে মা-বোনেরা ধর্ষণ হচ্ছে। এই ধর্ষনের বিষয়টি যেন সামান্য বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। আমাদের বাংলাদেশ এতোটায় বেপরোয়া হয়ে ইঠেছে যে সব সময় ভয়ে থাকতে হয়। কখন না জানি আমার মা-বোন ধর্ষণ হয়।

তিনি আরও বলেন, ধর্ষকদের কোন দৃর্ষমান শাস্তি না হওয়ায়, দিনদিন বেড়েই চলেছে। ধর্ষনের শাস্তি যদি মৃত্যু দন্ড হয় তবে ধর্ষণ কমতে পারে বলে আমি মনে করি।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর হোসেন শাকিল, জাকির, বর্ষণ, শাম্মা, মেঘা, মাইশা, হিমেল, সাজু, শিমু সহ সংগঠনটির আর সদস্যবৃন্দুরা।

দুর্গা সেজে হত্যার হুমকি পাচ্ছেন নুসরাত জাহান

মহলয়ার দুর্গা সেজে হত্যার হুমকি পাচ্ছেন ভারতের সাংসদ ও অভিনেত্রী নুসরাত জাহান। এ থেকে মুক্তি পেতে নিজের শুটিংয়ের সময় অতিরিক্ত নিরাপত্তার আবেদন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের এ অভিনেত্রী।

স্বামী নিখিল জৈনের বস্ত্র বিপণি সংস্থার বিজ্ঞাপনের জন্য এই সাজে সেজেছেন তিনি। কিন্তু ছবি ও ভিডিও শেয়ার করার পর নেটিজেনদের সমালোচনার স্বীকার হতে হয়েছে তাকে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর শেয়ার করা ছবি ও ভিডিওটিতে নুসরাত জাহানের উদ্দেশে কিছু নেটিজেন অশালীন মন্তব্য করেছেন। মুসলিম হয়েও হিন্দুদের ধর্মীয় সাজ নেয়ায় তাকে নিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে কমেন্ট বক্সে। এমনকি মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে বলেও জানা গেছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়কেও বিষয়টি জানিয়েছেন নুসরাত। বিদেশে শুটিং করতে গিয়ে যাতে কোনো সমস্যায় পড়তে না হয়, সে আবেদন করেছেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, তার অনুরোধে লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে কথা বলেছে নয়াদিল্লি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কটূক্তির জবাব দিলেন শাহরুখ কন্যা সুহানা

সুহানা খান, বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান এবং গৌরী খান দম্পতির মেয়ে। এবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জবাব দিলেন তার শরীরের রং নিয়ে কটূক্তিকারীদের।

২০ বছর বয়সী সুহানা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্টে বর্ণবাদের প্রতিবাদ করে বলেন, সেই ১২ বছর বয়স থেকে তাকে কুৎসিত বলা শুরু হয়েছে। এসব এখনই থামানো উচিত।

‘চারদিকে অনেক কিছু চলছে। শরীরের রংয়ের এই প্রকারভেদ এমন একটা বিষয় যা আমাদের দূর করা উচিত। এটা শুধু আমার বিষয় নয়। অনেক ছেলে-মেয়ে এর ভুক্তভোগী।’
‘স্কিন টোনের কারণে সেই ১২ বছর বয়সে আমাকে কুৎসিত শুনতে হয়েছে।’

বলিউডে পা রাখার আগেই জনপ্রিয়তা পাওয়া এই তরুণী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভালাই সক্রিয়। প্রায়ই তাকে ছবি-ভিডিও পোস্ট করতে দেখা যায়।

বেশ কয়েক মাস হল সুহানা তার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট সবার জন্য উন্মুক্ত করেছেন। ইতিমধ্যে ৮ লাখের বেশি ফলোয়ারও জুটে গেছে তার।

সুহানা কবে সিনেমায় নাম লেখাবেন, সেটি জানার আগ্রহ অনেকেরই। তিনি নিজে দিনক্ষণ না বললেও আগে জানিয়েছেন, হয়তো কোনোদিন করবেন।

কিংবদন্তি বাবার মেয়ে সুহানা শুধু সিনেমা নিয়েই ভাবছেন না। নিজের

সমাজটাও তিনি পরিবর্তন করতে চান। আর তাই নানা অসঙ্গতি নিয়ে প্রায়ই সরব হন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

চাঞ্চল্যকর রিফাত হত্যা মামলার রায় আজ, সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর রিফাত শরীফ হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় ঘোষণা হবে আজ বুধবার। বরগুনার জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক আছাদুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক এই আসামিদের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে গত ১৬ সেপ্টেম্বর রায়ের জন্য এ দিন নির্ধারণ করেন।

এছাড়া এ মামলার অপ্রাপ্তবয়স্ক অন্য ১৪ আসামির বিরুদ্ধেও সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষ হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বরগুনা নারী ও শিশু আদালতে এই সাক্ষ্যগ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শেষ হয়। যেকোনও দিন রায়ের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন আদালত।
সেদিন কী ঘটেছিল বরগুনায়?

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাটি ঘটে ২০১৯ সালের ২৬ জুন। ওই দিন সকালটি আর ১০টি সকালের মতোই শুরু হয়েছিল রিফাত শরীফের। কিন্তু সেই সকালটি হয় তার জীবনের শেষ সকাল। বরগুনা সরকারি কলেজের সামনে হঠাৎ কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনীর হামলার শিকার হন রিফাত। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নি।

কিন্তু বর্বরচিত এই হত্যাকাণ্ড সারাদেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিশোর গ্যাং বন্ড বাহিনী প্রকাশ্যে রিফাতকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিন বিকালেই বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

যেভাবে খুন হন রিফাত

বুধবার, ২৬ জুন সকালে বরগুনা সরকারি কলেজে যান রিফাতের স্ত্রী মিন্নি। পরে স্ত্রীকে তাকে আনতে কলেজে তিনি। মিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে বের হচ্ছিলেন রিফাত। কলেজের গেটে ওঁৎ পেতে থাকা কিছু সন্ত্রাসী রিফাতকে কলেজ গেট থেকে টেনে নিয়ে নয়ন বন্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে নিয়ে যায়। তারা রিফাতের ওপর আক্রমণ করে। হঠাৎ নয়ন বন্ড দৌঁড়ে গিয়ে একটি রামদা নিয়ে আসে। এরপর সেটি দিয়ে উপর্যুপরি কোপাতে থাকে রিফাতকে। এসময় মিন্নি অনেক চেষ্টা করেও ফেরাতে পারেনি হামলাকারীদের। পরে একটি রিকশায় করে হাসপাতালে নেওয়া হয় রিফাতকে। দূর থেকে এই দৃশ্য কে বা কারা ভিডিও করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নয়নের কোপানোর দৃশ্য দেখলে যে কেউ আঁতকে উঠবেন।

কে এই নয়ন বন্ড?

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের তথ্যমতে, পৌর শহরের বিকেবি রোডের শহরের ধানসিঁড়ি এলাকার আবু বক্কর সিদ্দিকির ছেলে সাব্বির হোসেন নয়ন। তিনি ছিলেন মাদকাসক্ত। শুধু তাই নয়, রিফাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড ছিলেন অপরাধ জগতের পরিচিত মুখ। পরে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন।

এই নয়নের কারণে এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ ছিল। ‘কচু গাছ কাটতে কাটতে ডাকাত’ বনে যাওয়ার মতো ছিঁচকে চুরি আর ছিনতাইয়ের মধ্য দিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসীতে পরিণত হয় বরগুনার সাব্বির হোসেন নয়ন।

দলীয় কোনও পদ-পদবি না থাকলেও সরকারি দলের ছত্রছায়ায় থেকে ছিঁচকে চোর থেকে বরগুনার শীর্ষ সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ীতে পরিণত হয় সে। মাদক বিক্রির পাশাপাশি পৌর শহরের বিকেবি রোডের ধানসিঁড়ি এলাকার নিজ বাসায় মাদকসেবীদের মাদক সেবনের সুযোগও করে দিত নয়ন। সুবিধা পাওয়ায় মাদকসেবীরাও ভিড়ত তার কাছে। এভাবে ধীরে ধীরে বরগুনা শহরের মাদকের ডন বনে যায় সে। নিজের বাসা মাদকের আখড়ায় পরিণত করে নয়ন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়: রিফাতের বাবা

বরগুনার আলোচিত রিফাত শরীফ হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক ১০ আসামির রায় কিছুক্ষণের মধ্যে ঘোষণা করবেন আদালত। এরই মধ্যে এ মামলার একমাত্র জামিনপ্রাপ্ত আসামি আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি আদালতে হাজির হয়েছেন। আদালতে পৌঁছেছেন রিফাত শরীফের পরিবারও।

রিফাতের বাবা আবদুল হালিম দুলাল শরীফ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেছেন, রিফাত শরীফ হত্যা মামলার রায়ে সব আসামির যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয়। মিন্নির মৃত্যুদণ্ড না হলেও যেন যাবজ্জীবন হয়। আজ বুধবার সকালে আদালত প্রাঙ্গণ থেকে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ’আমি চাইবো যারা প্রকৃত দোষী তাদের যেন আদালত সর্বোচ্চ শাস্তির রায় দেন আর যারা নির্দোষ তারা যেন নায্য বিচার পায়। ওই ছেলেগুলো (রিফাত হত্যা মামলার আসামি) এখনো উঠতি বয়সী। আজ তাদের পরিবারগুলো ধ্বংসের মুখে। আমি তো ছেলে হারিয়েছি, তারাও ধ্বংসের মুখে পড়েছে। শুধু মিন্নির প্ররোচনায় এমন ঘটনা ঘটেছে।
‘

তবে আসামিদের মধ্যে মিন্নি বেকসুর খালাস পাবেন বলে আশা করছেন তার আইনজীবী মাহবুবুল বারী। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিন্নি আদালতের রায়ে বেকসুর খালাস পাবে। মিন্নি তার স্বামী রিফাত শরীফকে সেদিন রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, যা ভাইরাল হওয়া ভিডিও প্রমাণ। শুধু তাই নয়, আহত রিফাত শরীফকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, এ মামলার রায়ে রিফাতের স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নি বেকসুর খালাস পাবে বলে প্রত্যাশা তার বাবা মো. মোজাম্মেল হোসেন কিশোরের। মিন্নির বাবা মোজাম্মেল হোসেন কিশোর বলেন, আমরা আসলেই হয়রানির শিকার। জীবন বাজি রেখে মিন্নি তার স্বামীকে

বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অথচ মিন্নি প্রধান সাক্ষী থেকে এখন আসামির কাঠগড়ায়, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন